প্রবন্ধাবলি, খণ্ড : ১১, জুলাই ২০১৯, ৯-২৪

আব্বাসি-সামানি সম্পর্ক : একটি পর্যালোচনা

এস এম মফিজুর রহমান[১]

সারসংক্ষেপ

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যাবের যুদ্ধে উমাইয়াদেরকে পরাজিত করে আব্বাসিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট পাঁচশ বছরেরও কিছু বেশি সময় তাঁরা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দেন। বাগদাদ ছিল তাঁদের রাজধানী। এ বংশের মোট খলিফা ছিলেন ৩৭ জন। প্রথম একশ বছর আব্বাসি খলিফাগণ বেশ সফলতার সঙ্গে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এর পরবর্তী সময় থেকে আব্বাসি খিলাফতে নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংকট দেখা দেয়। খিলাফতের এই বিবিধ সংকটের কারণে বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে এ সময় বেশ কিছু ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থান ঘটে। পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল রাজবংশের উত্থান ঘটে, সেগুলোর মধ্যে ছিল– ইদ্রিসি বংশ (৭৮৮-৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ), আঘলাবি বংশ (৮০০-৯০৯ খ্রিস্টাব্দ), তুলুনি বংশ (৮৬৮-৯০৫ খ্রিস্টাব্দ), ইখশিদি বংশ (৯৩৫-৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ও হামদানি বংশ (৯৪৪-১০০৩ খ্রিস্টাব্দ)। আর পূর্বাঞ্চলের বংশগুলোর মধ্যে ছিল– তাহিরি বংশ (৮২০-৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ), সাফফারি বংশ (৮৬১-১০০৩ খ্রিস্টাব্দ), সামানি বংশ (৮৭৪-৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ), বুয়াইয়া বংশ (৯৪৫-১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ), গযনবি বংশ (৯৬২-১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ও সেলজুক বংশ (১০৫৫-১১৯৪ খ্রিস্টাব্দ)। এ সকল রাজবংশের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের ইদ্রিসি ও পূর্বাঞ্চলের সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছাড়া বাকি বংশগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণ কোনো না কোনোভাবে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁরা সাধারণত প্রাদেশিক গভর্নর বা সেনাবাহিনীর কমান্ডার থেকে খলিফার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য বুয়াইয়া ও সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতাগণ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁরা উভয়েই খলিফার আমন্ত্রণে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং পর্যায়ক্রমে খলিফার মূল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করেন। যাই হোক সাম্রাজ্যের বিশালতা ও সামরিক শক্তির দুর্বলতার কারণে এ সকল বংশের শাসকদের সঙ্গে আব্বাসি খলিফাদের নানা ধরনের কৌশলগত সম্পর্ক রক্ষা করতে হতো। উল্লিখিত বংশগুলোর শাসকবর্গও খলিফার ধর্মীয় কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তবে এ বংশগুলোর মধ্যে পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সামানি বংশের

[১] সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ইমেইল: shakrahaman630@gmail.com

শাসকদের সঙ্গে আব্বাসি খলিফাদের সম্পর্কের বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময় (৮৬১ খ্রিস্টাব্দে) আব্বাসি খলিফাদের বিরুদ্ধবাদী নেতা ইয়াকুব বিন লাইস সিজিস্তানে সাফফারি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসি খলিফাদের জন্য সাফফারিরা ছিল প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জস্বরূপ। তাঁরা নিশাপুর থেকে আব্বাসি খলিফার মনোনীত তাহিরি বংশীয় গভর্নরকে পরাজিত করে সমগ্র খোরাসান, ফার্স, কিরমানসহ পারস্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রদেশ দখল করে নেন। এরূপ পরিস্থিতিতে আব্বাসি খলিফা ট্রান্স-অক্সিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত সামানি বংশের শাসকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। খলিফা মুতামিদ কোনো শর্ত ছাড়াই সামানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা নসর ইবনে আহম্মদকে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্স-অক্সিয়ানার বৈধ শাসনকর্তা হিসেবে অনুমোদন দেন। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে খলিফাগণ সামানিদেরকে সাফফারিদের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্ররোচিত করেন। এর ধারাবাহিকতায় ৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইসমাইল সামানি সাফফারিদের পরাজিত করে সিজিস্তান ও খোরাসানে সামানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ধীরে ধীরে পারস্যের অন্যান্য অঞ্চলেও সামানিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসি খলিফাগণও তাঁদেরকে অত্র অঞ্চলসমূহের বৈধ শাসনকর্তার অনুমতি দেন। এভাবে পারস্যে সাফফারিদের স্থলে সামানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, আর আব্বাসি খলিফাদের জন্য এটি ছিল বড় স্বস্তির বিষয়। কারণ সামানিদের সুদীর্ঘ ১২৫ বছরের (৮৭৪-৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকালে আব্বাসি খলিফার কর্তৃত্ব (ধর্মীয় কর্তৃত্ব) ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশে বহাল ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে খলিফাদের সঙ্গে সামানি শাসকদের ইতিবাচক ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সামানি বংশের শাসকদের এই সম্পর্কের বিষয়টি নির্ণয় করা হয়েছে।

মূল শব্দঃ আব্বাসি খিলাফত, সামানি বংশ, সমরকন্দ, বুখারা, নসর ইবনে আহম্মদ, ইসমাইল ইবনে আহম্মদ।

ভূমিকা

আব্বাসি শাসনামলে পারস্যে যে সকল ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল, সেগুলোর মধ্যে ট্রান্স-অক্সিয়ানার[১] সামানি রাজবংশ নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এ রাজবংশটি ৮৭৪-৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১২৫ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল (Gafurov, 1968)। ট্রান্স-অক্সিয়ানা, খোরাসান, সিজিস্তান, কিরমান, জুরজান, রায় নগর ও তাবারিস্তান পর্যন্ত তাঁদের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল (রেজা-ই-করীম, ১৯৭২)। প্রথমে তাঁদের রাজধানী ছিল সমরকন্দে (নসর ইবনে আহম্মদের সময়), পরবর্তীকালে ৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ইসমাইল ইবনে আহম্মদ বুখারাতে তাঁদের রাজধানী স্থানান্তর করেন। তখন থেকে বুখারাই ছিল তাদের স্থায়ী রাজধানী। উল্লেখ্য যে পারস্যে প্রতিষ্ঠিত সকল ক্ষুদ্র রাজবংশই সামরিক শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সামানিরা সামরিক শক্তির পাশাপাশি বৌদ্ধিক উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার খ্যাতি তাঁদের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিক।[২] ঐতিহাসিক Hitti এ প্রসঙ্গে

বলেন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে তাঁদের রাজধানী বুখারা ও প্রধান শহর সমরকন্দ তখন বাগদাদের খ্যাতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল (Hitti, 1970)। সামানি বংশের মোট ১০জন শাসক (আমির) ছিলেন। আর এ সময়কালে আব্বাসি খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১১জন খলিফা। সমসাময়িক এ সকল খলিফাগণ এবং সামানি শাসকবর্গের মধ্যে পারস্পরিক কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, বর্তমান প্রবন্ধটিতে সে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

উল্লিখিত বিষয়ে ইতোমধ্যে Hitti, Lane-Poole, Siddiqi, Hasan, আনসারী প্রমুখ ঐতিহাসিক কিছু গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। তবে বেশিরভাগ গবেষকই সামানিদের উত্থান ও সভ্যতায় তাঁদের অবদান বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। একমাত্র Siddiqi-র গবেষণায় আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সামানি বংশের শাসকদের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু আলোচনা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সে আলোচনাও খুব সংক্ষিপ্ত এবং কাঠামোগতভাবে বিন্যস্ত নয়। এজন্য এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে উপর্যুক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতাতেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আব্বাসি-সামানি সম্পর্কের বিষয়টিকে একটি নতুন কাঠামোয় বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আব্বাসি-সামানি সম্পর্কের বিষয়টি মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন। এ বিষয়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- সমসাময়িক আব্বাসি খলিফাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বিবেচনা করা;
- আব্বাসি খলিফাদের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন কৌশলগত দিক বিশ্লেষণ করা;
- ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও পারস্যে আঞ্চলিক রাজবংশ হিসেবে সামানিদের প্রতিষ্ঠা লাভ এবং এ বিষয়ে খলিফাদের পর্যবেক্ষণ ও নীতিসমূহ পর্যালোচনা করা;
- সমসাময়িক আব্বাসি খলিফাগণ ও সামানি শাসকদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি পর্যালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। এই গবেষণায় একটি বিস্তৃত এলাকাব্যাপী মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে কেন্দ্রীয় শাসক ও আঞ্চলিক শাসক– এই উভয় পক্ষের সম্পর্ক রক্ষার বিভিন্ন কারণ ও কৌশলগত দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বিভিন্ন গবেষকদের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ, জার্নাল ও বিশ্বকোষসমূহ। এই উৎসগুলো ব্যবহার করে বর্তমান প্রবন্ধে আব্বাসি-সামানি সম্পর্কের একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সামানিদের পরিচয়

সামানি রাজবংশ এশিয়া মাইনরের ক্ষুদ্র পারসিক রাজবংশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি খলিফা আল-মুতামিদের শাসনামলে নসর ইবনে আহম্মদ (৮৭৪-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) এ বংশটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ (প্রপিতামহ) সামান খোদার নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয় 'সামানি বংশ (Daniel, 2001) '। ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্ভবত পারস্যের সোগদিয়া বা অক্সাসের দক্ষিণে অবস্থিত তুখারিস্তান অথ বা বলখ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্য থেকে তাঁদের অভ্যুদয় ঘটেছিল (হক, ২০০০)। ঐতিহাসিক Hitti বলেন, সামানিরা ছিলেন বলখের জরথুস্ত্রবাদী[৩] একজন মহান নেতা সামান-এর বংশধর (Hitti, 1970), অবশ্য সামান নিজেকে প্রাচীন পারস্যের বিখ্যাত সাসানি[৪] রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতেন। এ প্রসঙ্গে Bosworth বলেন যে এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামান খোদা বলখের (উত্তর আফগানিস্তান) একজন প্রভাবশালী ভূস্বামী ছিলেন। যদিও এই রাজবংশের উত্তরাধিকারীগণ পরবর্তীকালে নিজেদেরকে পারস্যের প্রাচীন সাসানি সম্রাটদের বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন (Bosworth, 1967)। উপরিউক্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে সামানিরা মূলত বলখের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁদের প্রধান পুরুষ সামান স্থানীয় একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। উল্লেখ্য যে সামান প্রথম জীবনে 'জরথুস্ত্রবাদ'-এর (প্রাচীন পারস্য ধর্ম) অনুসারী হলেও পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

সামানি বংশ প্রতিষ্ঠা

সামানি বংশের আদি পুরুষ সামান খোদা প্রাচীন পারস্যের জরথুস্ত্র ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এ ধর্মের অনুসারীরা অগ্নি উপাসনা করতেন। উমাইয়া আমলে খোরাসানের গভর্নর আসাদ ইবনে আবদুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরে সামান খোদা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। আসাদের সঙ্গে সামানের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কের ধারাবাহিকতাতেই সামান তাঁর পুত্রের নাম রাখেন আসাদ। সামানের পুত্র আসাদের চারজন পুত্রসন্তান ছিল। তাঁরা হলেন– নুহ, আহম্মদ, ইয়াহিয়া ও ইলিয়াস। আব্বাসি খলিফা আল-মামুনের শাসনামলে (৮১৩-৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) আসাদের চারজন পুত্রই যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। বিশেষ করে তাঁরা এই চার ভাই ট্রান্স-অক্সিয়ানায় রাফি ইবনে লাইসের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহ দমনে আব্বাসি খলিফাকে সহায়তা করেছিলেন। এর পুরস্কার হিসেবে ৮১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এর মধ্যে নুহ-সমরকন্দ, আহম্মদ-ফারগনা, ইয়াহিয়া-সাস ও ইলিয়াস-হিরাতের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এভাবে ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে তাঁদের ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি হয়। ৮২০ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানে তাহিরি বংশ[৫] প্রতিষ্ঠিত হলে সামানের পৌত্রগণ তখন তাহিরিদের সহকারী গভর্নর বা উপশাসনকর্তা হিসেবে নিজেদের অধীনস্থ এলাকাসমূহের শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন, তবে অক্সাসের দক্ষিণে সামানিদের সর্বশেষ শাখাটি তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে সামানের চার পৌত্রের মধ্যে প্রথম মৃত্যুবরণ করেন ইলিয়াস। তিনি তাহিরি বংশের শাসক আবদুল্লাহ বিন তাহিরের সময় মৃত্যুবরণ করেন। ইলিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ

ইব্রাহিম হিরাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্রাহিম ৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব বিন লাইসের হাতে পরাজিত ও গ্রেফতার হন। এরপর থেকে এই শাখাটির প্রভাব ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় যে শাখাটি ছিল, তাঁরা বেশ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী হয়েছিলেন। ৮৪১/৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সামানের অপর পৌত্র নুহ মৃত্যুবরণ করেন। তখন খোরাসানের তাহিরি বংশীয় শাসক আবদুল্লাহ ইবনে তাহির ট্রান্স-অক্সিয়ানায় অবস্থানকারী অন্য দুই ভাই ইয়াহিয়া ও আহম্মদকে সমরকন্দ ও সোগদিয়ার শাসক নিযুক্ত করেন। আহম্মদ শুরুতে তাঁর ভাই ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করে চললেও পরবর্তীকালে তিনি নিজ পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেন। বিশেষ করে তাঁর পুত্র নসর ও ইয়াকুবকে যথাক্রমে সমরকন্দ ও সাস কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রদান করেন। সেখানে উক্ত ভাতৃদ্বয় বেশ দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এভাবে আহম্মদ ও তাঁর বংশধরগণ সামানি পরিবারের মূল নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ সামানের উক্ত চার পৌত্রের মধ্যে আহম্মদ সর্বোচ্চ নেতৃত্বগুণের পরিচয় দিতে সক্ষম হন এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানার শাসনকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন (Singh, 2002; Houtsma, 1987; Frey, 1975)। ঐতিহাসিক Lane-Pool এ প্রসঙ্গে বলেন, "Ahmad took the lead among his brothers, and not only succeeded Nuh at Samarkand, but incorporated Kashghar in his dominions" (Lane-Poole, 1977: 131)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যান। উল্লেখ্য যে এ সময় থেকে আহম্মদের ভাই ইয়াহিয়ার আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্ভবত তিনি আহম্মদের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যাই হোক আহম্মদের মৃত্যুর পর পিতার মনোনয়ন অনুযায়ী ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নসর ট্রান্স-অক্সিয়ানার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দেই নসর আব্বাসি খলিফা আল-মুতামিদের নিকট থেকে ট্রান্স-অক্সিয়ানার বৈধ শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন (Houtsma, 1987)। মূলত এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ট্রান্স-অক্সিয়ানায় সামানি বংশটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব বিন লাইস তাহিরিদের রাজধানী নিশাপুর আক্রমণ করে সেখান থেকে খলিফা- মনোনীত তাহিরি বংশের শাসনের অবসান ঘটান। এমন পরিস্থিতিতে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নসর যখন নিজেকে ট্রান্স-অক্সিয়ানার শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন, তখন খলিফা মুতামিদ তড়িঘড়ি করে তাঁকে সেখানকার বৈধ শাসনকর্তার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তখন মুতামিদের কাছে এর থেকে উত্তম বিকল্পও কিছু ছিল না। এরপর পর্যায়ক্রমে তাঁরা খোরাসান, সিজিস্তান, কিরমান, জুরজান, তাবারিস্তান ও রায় নগরে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধারাবাহিকভাবে এ বংশের ১০জন শাসক ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১২৫ বছর রাজত্ব করেন। ৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ইলাক খান বুখারা দখল করলে সামানিরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর হাতে সামানিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে (Hitti, 1970)।

সামানি আমিরদের পরিচিতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ বংশের মোট ১০জন আমির ছিলেন। নিম্নে বংশতালিকাসহ সামানি আমিরদের নাম ও সময়কাল উল্লেখ করা হলো:

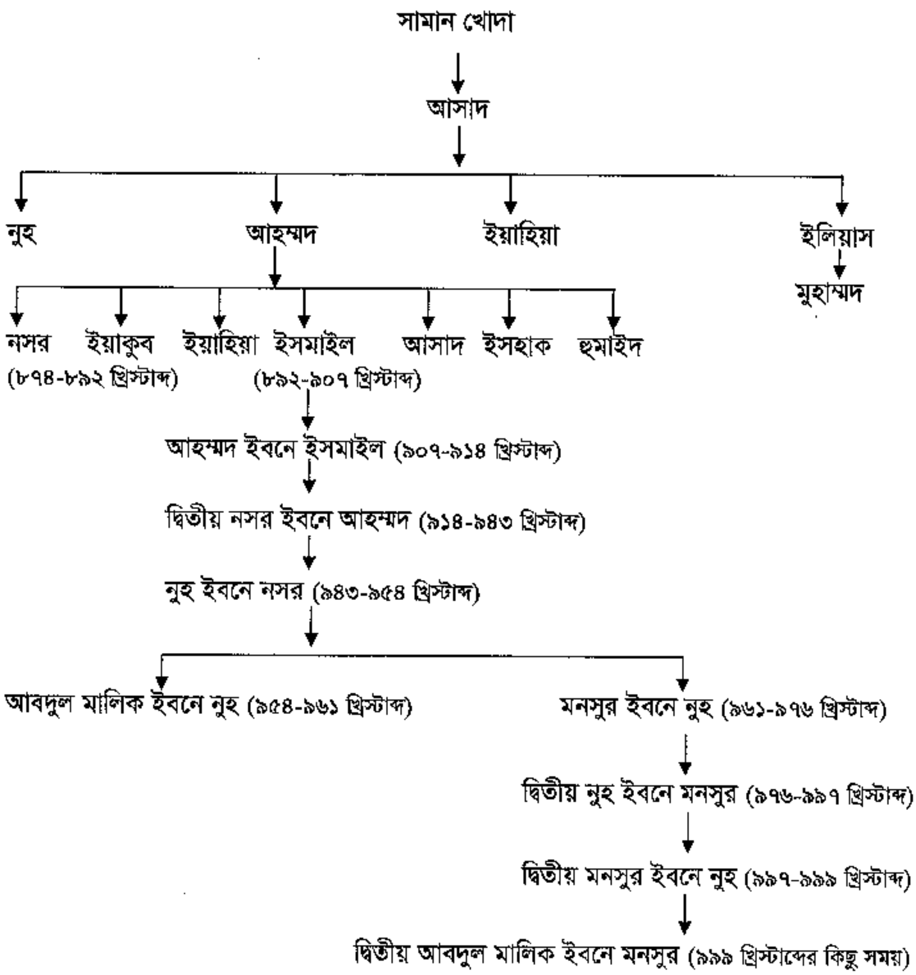

[উৎস: Hasan, 1995: 396; Singh, 2002: 656; Houtsma, 1987: 121]

সমসাময়িক আব্বাসি খলিফাদের পরিচয়

সামানি আমিরগণ যখন বুখারার শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন, তখন বাগদাদের খিলাফতে মোট ১১জন খলিফা অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিম্নে সামানি শাসনামলে আব্বাসি খলিফাদের পরিচিতি, সময়কাল ও বংশগত সম্পর্কের সারণি তুলে ধরা হলো:

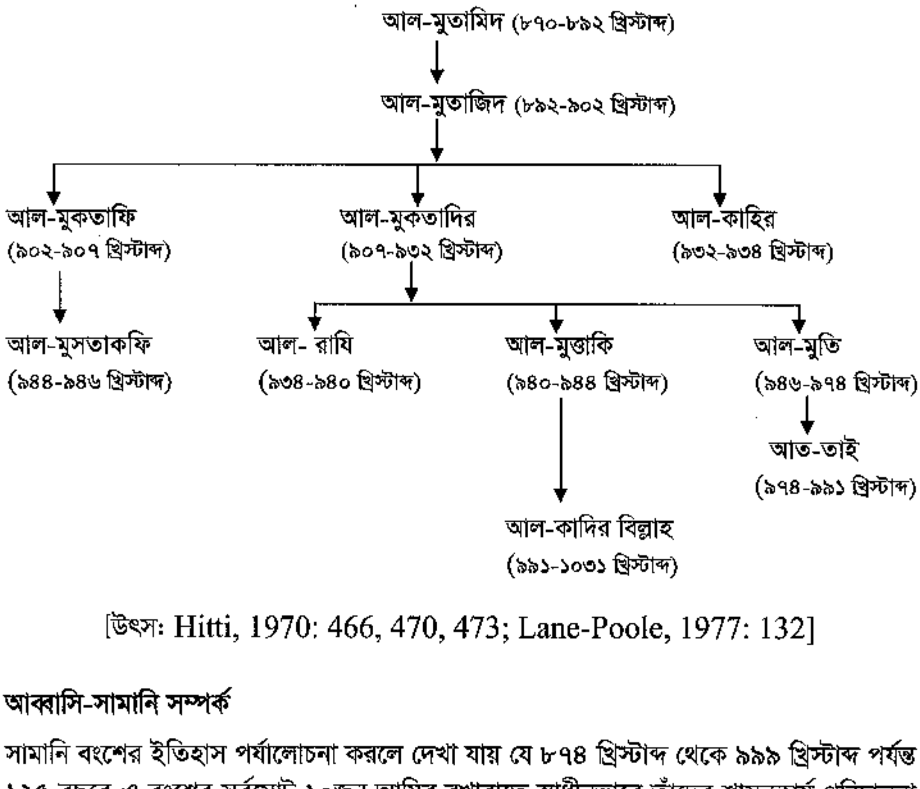

[উৎস: Hitti, 1970: 466, 470, 473; Lane-Poole, 1977: 132]

আব্বাসি-সামানি সম্পর্ক

সামানি বংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১২৫ বছরে এ বংশের সর্বমোট ১০জন আমির বুখারাতে স্বাধীনভাবে তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। আর উক্ত সময়কালে আব্বাসি খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন মোট ১১জন খলিফা। সমকালীন এ সকল খলিফার সঙ্গে সামানি আমিরদের সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

সামানি বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সামানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা আমির নসর ইবনে আহম্মদ ক্ষমতায় আরোহণের পরেই আব্বাসি খলিফার নিকট থেকে তাঁর ক্ষমতার বৈধতার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ শুরু থেকেই আব্বাসি খলিফার সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক ছিল, এ বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সামানিদের ক্ষমতায় আরোহণের পূর্বে সিজিস্তান ও খোরাসান প্রদেশ সাফফারিদের[৬] অধীনে ছিল। এই সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ইবনে লাইসের সঙ্গে আব্বাসিদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। এজন্য ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নসর ইবনে আহম্মদ যখন সামানি বংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন আব্বাসি খলিফা মুতামিদ তাঁকে মাওয়ারা আল-নহরের বৈধ শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করেন। খলিফা তাঁকে ওই অঞ্চলের

বৈধ শাসনকর্তার নমুনাস্বরূপ খুৎবায় সাফফারি শাসক ইয়াকুব বিন লাইসের নামের পরিবর্তে তাঁর (নসর ইবনে আহম্মদ) নাম ঘোষণার নির্দেশও প্রদান করেন (Siddiqi, 1942)। মূলত এভাবেই সামানিরা আব্বাসি খলিফাদের সরাসরি সংস্পর্শে আসেন। নসর তাঁর শাসনকালে আব্বাসি খলিফার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং খলিফার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। ৮৯২ খ্রিস্টাব্দে নসর ইবনে আহম্মদ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভাই ইসমাইল ইবনে আহম্মদ সিংহাসনে বসেন। তখন সাফফারিরা আব্বাসি খলিফাদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিলেন। ইতোপূর্বে (৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে) সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ইবনে লাইস মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভাই আমর ইবনে লাইস ক্ষমতা গ্রহণ করেন। খলিফা আমরকে খুব ভয় পেতেন এবং সন্দেহের চোখে দেখতেন। কারণ সে যদি তাঁর ভাই ইয়াকুবের পথ অবলম্বন করে। এ কারণে খলিফা মুতামিদ সামানি-আমির ইসমাইল ইবনে আহম্মদকে সাফফারিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। এর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় নিজাম উল-মুলক-এর *সিয়াসাত নামা* গ্রন্থে। এখানে উল্লেখ আছে যে সাফফারিদেরকে দমনের জন্য খলিফা মাঝে-মাঝে গোপনে বুখারাতে ইসমাইল ইবনে আহম্মদের কাছে দূত পাঠাতেন। একবার খলিফা ইসমাইল ইবনে আহম্মদকে লিখে পাঠান যে

> আমর ইবনে লাইসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর এবং তার কবল থেকে রাজ্য কেড়ে লও। খোরাসান এবং ইরাক শাসন করার অধিকার তোমার বেশি, কারণ এগুলোতে তোমার পূর্বপুরুষদের রাজত্ব ছিল এবং "সাফফারীরা" জোরপূর্বক তা দখল করে নিয়েছে। প্রথমত : তোমার অধিকার আছে, দ্বিতীয়ত : তোমার আচরণ অধিক গ্রহণীয় এবং তৃতীয়ত : আমার আর্শিবাদ তোমার পিছে আছে। এগুলোর ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমরের বিরুদ্ধে তোমার সহায় হবেন। তোমার কত সৈন্য ও রসদ আছে সে কথা চিন্তা করো না, দেখ, আল্লাহ্ কোরআনে কি বলেছেন : অনেক ক্ষুদ্র দলও আল্লাহ্র রহমতে অনেক বড় দলকে পরাজিত করে গেছে। আল্লাহ্ স্থিরসংকল্প ব্যক্তির সাথেই থাকেন (কোরআন ২ : ২৫০) (হোসেন, ১৯৯৩)।

খলিফার নিকট থেকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা পেয়ে ৯০০ খ্রিস্টাব্দে ইসমাইল ইবনে আহম্মদ সাফফারি শাসক আমর ইবনে লাইসকে পরাজিত করে খোরাসান দখল করেন। খলিফা মুতামিদ তখন ইসমাইলকে মাওয়ারা আল-নহর এবং খোরাসানের শাসনকর্তার বৈধতা প্রদান করেন (Bosworth, 1967; Singh, 2002)। এরপর থেকে ইসমাইল খোরাসানে স্বাধীনভাবে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।

তখন আব্বাসি খলিফার এরূপ বিরোধিতা সত্ত্বেও সাফফারি শাসকগণ নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁদের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ৯১০/৯১১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুকতাদির সামানি বংশের আহম্মদ ইবনে ইসমাইলকে সিজিস্তানের গভর্নর হিসেবে অভিষিক্ত করে তাঁকে সাফফারিদের পতনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সামানিরা ৯১১ খ্রিস্টাব্দে এক অভিযানের মাধ্যমে যারানজ (সাফফারিদের রাজধানী) দখল করেন এবং সাফফারি শাসক মুহাম্মদ ও তাঁর ছোট ভাই মুয়াদ্দালকে বন্দী করে বাগদাদে প্রেরণ করেন (হক, ১৯৯৮)। এর ফলে সিজিস্তানে সামানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামানিরা উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিলেন। এজন্য তাঁরা আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে কৌশলগতভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। কিন্তু

সাফফারিরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাঁদের তুলনায় কম অগ্রসর ছিলেন। সামরিক শক্তিকে তাঁরা বেশি প্রাধান্য দিতেন, যা আব্বাসি খলিফাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। যদিও মধ্যযুগে সামরিক শক্তিই ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে রাখার সবচেয়ে বড় উপকরণ, তবুও তাঁদের চেয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অধিকতর অগ্রগামী সামানি রাজবংশের বিপরীতে তাঁদের টিকে থাকা ছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার। কারণ আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে যে কূটনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন ছিল, তাঁরা সেটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। বরং কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী সামানি শাসকরা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে খলিফার মনোনীত ও অভিষিক্ত শাসক হিসেবে সিজিস্তানে আক্রমণ করে সফলতা লাভ করেন।

খলিফা মুতামিদ ইসমাইল সামানিকে খোরাসানের কর্তৃত্ব প্রদান করার পর থেকেই মূলত তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। তখন আব্বাসি খলিফাকে তিনি কোনো কর প্রেরণ করেননি (Siddiqi, 1942)। এ সময় সার্বভৌমত্বের প্রতীক স্বরূপ ইসমাইল স্বর্ণমুদ্রায় তাঁর নাম প্রকাশ করেন। মূলত সামানিরা খলিফার নিকট থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকার পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে Lane-Poole এবং Poole (Reginald S. Poole) বলেন, "We can date the political independence of the Samanids, so far any regular tribute is concerned, at the latest, from the year 295/907 in which year there appears a gold coin on which the name of the Samanid Amir Ahmad b. Ismail appears along with that of the Caliph." (Lane-Poole and Poole, 2007: 179)। এছাড়া ৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সামানিরা মাওয়ারা আল-নহর ও খোরাসান প্রদেশ থেকে আব্বাসি খলিফাকে নিয়মিতভাবে কোনো কর প্রদান করেননি। কেননা তখন খলিফা মুকতাদিরের উজির আলি বিন ইসার জন্য প্রণীত একটি বাজেটে দেখা যায় যে ওই দুটি প্রদেশ থেকে কোনো রাজস্ব ধরা হয়নি।

আব্বাসি খলিফাদের নিকট থেকে সামানিরা তিনটি বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন। সেগুলো হলো: সার্বভৌমত্বের দুটি প্রতীক, খুৎবা ও মুদ্রায় নিজেদের নাম প্রকাশ করা এবং সম্পূর্ণ রাজস্ব নিজেদের জন্য বরাদ্দ রাখা (Siddiqi, 1942)। অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে তাঁরা খুৎবায় ও মুদ্রায় নিজেদের নাম প্রকাশ করতেন এবং কেন্দ্রীয় খলিফাকে কোনো রাজস্ব প্রদান করতেন না। সামানিরা স্বাধীনভাবে এবং নিজেদের সুবিধামতো সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করতেন। কিন্তু ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার জন্য তাঁরা শাসনক্ষমতা গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা বা অভিষেক সম্পন্ন করতেন। মূলত এ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে খলিফার প্রতি তাঁরা আনুগত্য প্রকাশ করতেন। আর এর বিনিময়ে তাঁরা সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করতেন। উত্তরাধিকারী নির্বাচনে বা নতুন আমির নিযুক্তির ক্ষেত্রে সামানিরা খলিফার উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁরা নিজেরাই আমির নিযুক্ত করতেন। নতুন কোনো আমির ক্ষমতায় এলেই সে অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য খলিফার নিকট আবেদন করতেন এবং খলিফা যথারীতি তা অনুমোদন করতেন (Siddiqi, 1942)।

সামানি শাসকগণ তাঁদের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তবে বিদ্রোহ দমন, নতুন রাজ্য জয়ের সংবাদ এবং রাজ্যে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ধরনের ঘটনার বিষয় তাঁরা বাগদাদের খলিফাদের জানাতেন। আর এসব বিষয়ে প্রয়োজন হলে তাঁরা বাগদাদের খলিফার নির্দেশ

মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। এ ছাড়াও তাঁরা আব্বাসি খলিফাকে নানাভাবে সহযোগিতা করতেন। বিশেষ করে বিদ্রোহ দমন ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে। এখানে এরকম দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো। যেমন, ৯০১/৯০২ খ্রিস্টাব্দে যখন সাফফারি শাসক তাহির বিন মুহাম্মদ বিন আমর ফার্সে প্রবেশ করেন এবং খলিফা-মনোনীত প্রতিনিধিকে সেখান থেকে বিতাড়ন করেন, তখন ইসমাইল সামানি তাহিরকে একটি পত্র লিখেন যে সিজিস্তান ও এর অঙ্গরাজ্যসমূহ খলিফা তাঁকে প্রদান করেছেন। সুতরাং এ প্রদেশ দখল করা তাঁর উচিত হবে না। ইসমাইলের এ পত্র পেয়ে তাহির ফিরে যান এবং খলিফা তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি বদরকে ফার্সের শাসক নিযুক্ত করেন। আবার ৯১০ খ্রিস্টাব্দে আমির আহম্মদ ইবনে ইসমাইল সিজিস্তান বিজয় ও বিদ্রোহী মুহাম্মদ বিন লাইসের গ্রেফতারের সংবাদ দিয়ে বাগদাদের খলিফার নিকট দূত প্রেরণ করেন। এরপরই তিনি সুবকারার গ্রেপ্তারের সংবাদ দিয়ে আরেকজন দূত প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য যে সুবকারা খলিফার অনুমতি ছাড়াই ফার্স প্রদেশ দখল করেছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে খলিফার আদেশে দুজন বন্দীকে বাগদাদে প্রেরণ করা হয় এবং সামানি দূতকে খোরাসানের শাসকের জন্য বহু মূল্যবান উপহার (দামি পোশাক ও রত্ন) দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। এছাড়া ৯২১ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের দূত তাবারিস্তানে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী লায়লা বিন নোমানের ছিন্ন মস্তক নিয়ে বাগদাদে উপস্থিত হন। অনুরূপভাবে ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সামানিরা মাকান ইবনে কাজীর খণ্ডিত মস্তক ও কিছু উপহার সামগ্রী বাগদাদের খলিফার নিকট প্রেরণ করেন (Siddiqi, 1942)।

আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সামানি শাসকবর্গ সর্বদাই সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। বলা চলে যে সামানি শাসকবর্গ আব্বাসি খলিফাদের প্রতি আনুগত্যের নীতি খুবই আন্তরিকভাবে মেনে চলতেন। এমনকি এক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা না হলেও তাঁরা খলিফাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলতেন না। খলিফাদের সব কিছুই তাঁরা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে খিলাফত থেকে যা কিছু পেতেন, তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তাবারিস্তান, জুরজান ও রায় নগরের সামানিদের প্রতিনিধি প্রশাসক বারিহ কবির ৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সামানি আমির ইসমাইল ইবনে আহম্মদের মৃত্যুর পর বাগদাদের খলিফার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খলিফা মুকতাদির তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং দিয়ার বকর[৭]-এর শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। সামানি আমির আহম্মদ ইবনে ইসমাইল অবশ্য এর নিন্দা জানিয়েছিলেন। এরপর ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন আলি বিন সুলুক বাগদাদের খলিফার নিকট উপস্থিত হলে খলিফা তাঁকেও স্বাগত জানান। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সামানি শাসকবর্গের সম্পর্কের কোনো অবনতি হয়নি। এছাড়া সামানি আমির দ্বিতীয় নসরের বিরুদ্ধে সিজিস্তানের জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলিফা মুকতাদির সেখানে নতুন প্রশাসক নিয়োগ করেন। নবনিযুক্ত প্রশাসক সামানি আমিরাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বন্দী করে বাগদাদে প্রেরণ করেন। কিন্তু এ ঘটনার পরও তাঁরা তাঁদের বৈধ অধিশ্বর (ধর্মীয়ভাবে) আব্বাসি খলিফার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেননি বা কোনোরূপ বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি (Siddiqi, 1942)।

সামানি শাসকগণ তাঁদের রাজ্যে কোনো বিদ্রোহ দমন বা নতুন কোনো রাজ্য জয়ের খবর সর্বদাই আব্বাসি খলিফাদের অবহিত করতেন। তাঁরা সুযোগ পেলেই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতেন। এর কিছু উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। যেমন, ৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিরা ট্রান্স-অক্সিয়ানায় প্রবেশ করলে ইসমাইল ইবনে আহম্মদ তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও তাঁদেরকে

পরাজিত করেন। এ বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ বাগদাদের খলিফার নিকট দূত প্রেরণ করেন। এর পূর্বে ৯০১ খ্রিস্টাব্দে তাবারিস্তানের শাসনকর্তা মুহাম্মদ বিন যায়েদ জুরজান আক্রমণ করলে ইসমাইল সামানি তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য জেনারেল মুহাম্মদ বিন হারুনকে প্রেরণ করেন। জেনারেল মুহাম্মদ তাঁকে জুরজান থেকে বহিষ্কার করেন এবং তাঁর নিজ দেশ তাবারিস্তান সামানিদের অধীনে নিয়ে আসেন। তখন তিনি তাবারিস্তান ও জুরজানে আব্বাসি খলিফার নামে খুৎবা পাঠের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু ৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইসমাইল সামানি কর্তৃক নিযুক্ত তাবারিস্তানের শাসক মুহাম্মদ বিন হারুন তাঁর (ইসমাইল সামানির) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও খলিফার আনুগত্য অস্বীকার করেন। এমনকি মুহাম্মদ বিন হারুন রায় নগর দখল করে নেন। এমন পরিস্থিতিতে খলিফার নির্দেশে ইসমাইল মুহাম্মদকে দমন করে রায় নগর পুনঃদখল করেন এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে খলিফার নির্দেশ মোতাবেক রায় নগরের শাসনকর্তা ইসমাইলকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করতেন (Siddiqi, 1942)।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো আব্বাসি খলিফা ও সামানি শাসকদের সুসম্পর্কের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে। আর এটিও প্রমাণিত হয় যে ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্রোহ করতেন বা খলিফাকে যাঁরা মানতেন না, তাঁদের প্রতি সামানি আমিরগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতেন। সর্বোপরি খলিফার বিরুদ্ধবাদীদের তাঁরা অবিশ্বাসী বলে বিবেচনা করতেন।

আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সামানি শাসকদের এ ধরনের সম্পর্ক ৮৭৪-৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই বহাল ছিল। কিন্তু ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে বুয়াইয়া বংশের[৮] আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসি খলিফাগণ তাঁদের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃক হারান। বুয়াইয়ারা ধীরে ধীরে বাগদাদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এ পর্যায়ে ৯৪৫-৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সামানিরা মূলত বুয়াইয়াদের অধীনে ছিলেন (Siddiqi, 1942)। বাগদাদে বুয়াইয়াদের উত্থানের পর ধীরে ধীরে সামানি রাজ্যে বুয়াইয়াদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে এবং দশম শতাব্দীর শেষ দিকে সামানিদের পতনোন্মুখ রাজ্যে গযনবি বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক Lane-Poole এ প্রসঙ্গে বলেন যে বুয়াইয়াদের উত্থানের ফলে সামানিদের শক্তি ধীরে ধীরে নিস্প্রভ হয়ে যায় এবং অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই তাঁদের ক্ষমতা খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানার অল্প কিছু এলাকার মধ্যে সীমিতি হয়ে পড়ে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তাঁদের তুর্কি ক্রীতদাসদের (গযনবিদের) হাতে ক্ষমতা চলে যায় (Lane-Poole, 1977)। সর্বশেষ ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইলাক খানের হাতে সামানিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন, সেটি হলো– সামানি আমিরগণ গোঁড়া সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। এদিক থেকে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে তাঁদের ধর্মমতের মিল ছিল (যদিও পারস্যের অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসকগণ শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন)। এজন্য মুদ্রায় এবং খুৎবায় খলিফার নামের স্বীকৃতিতে সামানিদের কোনো প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। কারণ, আব্বাসি খলিফাগণ তখন থেকে শিয়াপন্থী বুয়াইয়াদের আশ্রিত ছিলেন। এ পর্যায়ে সামানি আমিরগণ তাদের শাসনাধীন অঞ্চলসমূহের মসজিদের খুৎবা থেকে খলিফার নাম বাদ দেন (আনসারী, ১৯৯৯)। এটিই ছিল শুধু তাঁদের শাসনামলে আব্বাসি খলিফাদের প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ। মূলত রাজনৈতিক প্রয়োজনে বুয়াইয়াদের ধর্মীয় ভাবধারা সমুন্নত রাখতে তাঁরা এ কাজটি করেছিলেন।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে উপসংহারে বলা যায় যে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, তাদের আনুগত্য স্বীকার করে এবং সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে সাফফারিদেরকে পরাজিত করে সামানি আমিরগণ অত্যন্ত সুকৌশলে ট্রান্স-অক্সিয়ানা ও পারস্যে তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহে স্বাধীন আমিরাত পরিচালনা করেছেন। সামানিরা যখন ট্রান্স-অক্সিয়ানার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তখন আব্বাসি খলিফাদের রাজনৈতিক অবস্থা ততোটা সুদৃঢ় ছিল না। সামানিরা ওই পরিস্থিতি বুঝেও খলিফাদের সঙ্গে কোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেননি। কারণ তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরী (বংশগতভাবে নয়, সময়ানুযায়ী) সাফফারি শাসকদের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। খলিফারা নিজ ইচ্ছায় তাঁদেরকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন, সেগুলো নিয়েই তাঁরা খুশি থাকতেন। যে কোনো রাজ্য জয়, বিদ্রোহ দমন, এরূপ কাজে তাঁরা খলিফাদেরকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। খলিফাদেরকে তাঁরা নিয়মিতভাবে রাজস্ব বা উপহার সামগ্রী না পাঠালেও খলিফাগণ তাঁদের স্বায়ত্তশাসনে কোনো প্রকার বাঁধা প্রদান করেননি। সর্বোপরি উত্তরাধিকার নির্বাচনে সামানি আমিরগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। যদিও তখন আব্বাসি খলিফার রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা সামানিদের এসব কাজে বাঁধা প্রদানের মতো ছিল না। তবে আব্বাসি খলিফাগণ সামানি আমিরদের অপছন্দনীয় কিছু কাজ করেছেন। বিশেষ করে খলিফাগণ দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক হিসেবে সমর্থন প্রদান করেছেন। কিন্তু এতে সামানি আমিরগণ খলিফাদেরকে কোনো অসম্মান করেননি বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ করেননি। বরং মুসলিম বিশ্বের খলিফাদের প্রতি আনুগত্যের নমুনা স্বরূপ মুদ্রা ও খুৎবায় আব্বাসি খলিফার নাম তাঁরা সর্বদাই উল্লেখ করেছেন। আর আব্বাসি খলিফাগণও তাঁদেরকে নিয়মিতভাবে বৈধ শাসকের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ সব কিছুর বিচারে বলা যায় যে আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে সামানি আমিরদের সম্পর্ক খুবই সৌহাদ্যপূর্ণ ছিল, যা উভয় প্রশাসনের জন্য ছিল ইতিবাচক।

টীকা

১. ট্রান্স-অক্সিয়ানা অঞ্চলটি মধ্য-এশিয়ার একটি অংশবিশেষের আদি নাম। বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, দক্ষিণ কিরগিজস্তান ও দক্ষিণ-পশ্চিম কাজাখস্তান জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। ভৌগোলিকভাবে এর অবস্থান আমু দরিয়া ও সির দরিয়া নদী দুটির মধ্যে। মধ্যযুগে রোমানগণ অঞ্চলটিকে 'ট্রান্স-অক্সিয়ানা' বলতেন, আর আরবরা বলতেন, 'মাওয়ারা আল-নহর'।

২. সামানিদের রাজধানী বুখারা ও প্রধান শহর সমরকন্দ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা চর্চায় তাঁদের সময় উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধিত হয়। সামানিদের সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন– রুদাকি, দাকিকি, রাবিয়া প্রমুখ। এ সময় আল-রাযি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তার রচিত *আল-হাভী* (ত্রিশ খণ্ড) গ্রন্থে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত *আল-মানসুরী* গ্রন্থটিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম নির্দেশনামূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন রোগের কারণ, রোগ নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগসহ বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত

দার্শনিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনাও তাঁদের দরবারে এসেছিলেন এবং তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থাগার সিভান আল-হিকমাতে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইবনে সিনা-রচিত *কানুন আল-ফি-তিব্ব* (পাঁচ খণ্ড) দীর্ঘকালধরে 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাইবেল' হিসেবে পরিচিত ছিল। এছাড়া স্থাপত্য ও শিল্পকলায়ও তাঁদের শাসনামলে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে সামানি আমির ও তাঁদের উজিরগণ এ সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন।

৩. 'জরথুস্ত্রবাদ' ছিল প্রাচীন পারস্যের প্রধান ধর্মীয় মতবাদ। জরথুস্ত্র ছিলেন এই ধর্মের মহান প্রবক্তা। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১৫০০-৫০০ অব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়কাল ছিল জরথুস্ত্রের জীবনকাল। প্রাচীনকালে পারস্যের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে নানাধরনের বিচ্যুতি ও কুসংস্কার দেখা দেয়। মানুষ ব্যাপকভাবে পাপ কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তখন জরথুস্ত্র মানুষের মুক্তির উপায় খোঁজার চিন্তায় মরুময় পারস্যের পথে-প্রান্তরে দিক-বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে মুক্তির বাণী (ঐশ্বরিক বাণী) অবতীর্ণ হয়। তিনি মানুষের নিকট সেসব বাণী প্রচার করেন। এ ধর্মের মূল গ্রন্থ *জেন্দআবেস্তা* এবং প্রধান দেবতা হলেন আহুরমাজদা। জরথুস্ত্র তাঁর অনুসারীদের বহু দেবতার উপাসনা না করে একক দেবতা আহুরমাজদার উপাসনার নির্দেশ দেন। এ ধর্মমতে বলা হয়েছে- ভালো সবকিছুর দেবতা হলেন আহুরমাজদা এবং খারাপ সবকিছুর দেবতা হলেন আহরিমান। এ দু'দেবতার মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলবে। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে আহুরমাজদা জয়লাভ করবেন। এ ধর্মমতের অনুসারীরা অগ্নিপূজা করতেন এবং পরকালে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে বিশ্বাস করতেন। সাসানি শাসনামলে পারস্যে এই ধর্মটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

৪. পারস্যে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সেখানকার সর্বশেষ সাম্রাজ্য ছিল সাসানি সাম্রাজ্য। প্রায় ৪০০ বছর ধরে এটি পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের দুটি প্রধান শক্তির একটি ছিল। প্রথম আর্দাশির পার্থীয় রাজা আর্দাভনকে পরাজিত করে সাসানি সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ইসলামের ৩য় খলিফার সময় (৬৫১ খ্রিস্টাব্দে) শেষ সাসানিয় রাজা শাহানশাহ তৃতীয় ইয়াজদেগের্দের পরাজয়ের মাধ্যমে সাসানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বর্তমান ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া, দক্ষিণ ককেসাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য এশিয়া, পশ্চিম আফগানিস্তান, তুরস্ক ও সিরিয়ার কিছু অংশ, পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং আরব উপদ্বীপের কিছু এলাকা এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিলেন। সামানি বংশের আদি পুরুষ সামান খোদা নিজেকে উক্ত বংশের উত্তর পুরুষ বলে দাবি করতেন।

৫. আব্বাসি খলিফাদের শাসনামলে পারস্যের খোরসানে সর্বপ্রথম যে আঞ্চলিক ক্ষুদ্র রাজবংশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (৮২০ খ্রিস্টাব্দ), সেটি ছিল তাহিরি বংশ। এই তাহিরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাহির বিন হুসাইন ছিলেন খলিফা আল-মামুনের একজন পারসিক সেনাপতি। আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কারণেই খলিফা আল-মামুন জয়লাভ করেছিলেন। তাহিরের এ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কারণে ও পরবর্তী পর্যায়ে বাগদাদের রাজনীতিতে নানা ধরনের মেরুকরণের ফলে খলিফা আল-মামুন ৮২০ খ্রিস্টাব্দে তাহিরকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আব্বাসি খলিফার পক্ষে এ বংশটি ৮২০-৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খোরাসানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য যে এর পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশে

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কেন্দ্র থেকে গভর্নর নিয়োগের নিয়ম চালু ছিল। সাধারণত রাজপরিবারের সদস্যদেরকেই গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা হতো। কিন্তু তাহিরকে ৮২০ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্তা নিয়োগ করায় সে নিয়মটির ব্যত্যয় ঘটে। এর ফলে খিলাফতের ভিত্তিও নিশ্চিতভাবে দুর্বল হয়ে যায়। কারণ এ বংশের পদাংক অনুসরণ করে অন্যান্যরাও স্বাধীন বংশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান এবং ধীরে ধীরে পারস্যে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে আলোচ্য সামানি বংশের লোকেরা প্রথমে এই তাহিরি বংশের সামন্তশাসক বা সহকারী গভর্নর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

৬. সাফফারি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইয়াকুব ইবনে লাইস। তিনি পেশায় একজন সাধারণ তাম্রকার বা সাফফার ছিলেন। ইয়াকুবের এ তাম্রকার পেশা অনুযায়ী এ বংশের নামকরণ করা হয় সাফফারি বংশ। সিজিস্তান প্রদেশের প্রতি খলিফাদের মনোযোগিতার অভাব, সেখানকার কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্থবিরতা এবং উক্ত অঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত তাহিরি বংশীয় শাসকদের ক্রমাগত ব্যর্থতার ফলে সেখানকার স্থানীয় নেতা ইয়াকুব জনগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে সিজিস্তানকেন্দ্রিক সাফফারি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ও অন্য শাসকদের সঙ্গে আব্বাসি খলিফাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। সাফফারিরা সামরিক শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাহিরিদের রাজধানী নিশাপুর দখল করেন। এছাড়া পরবর্তীকালে ফার্স, কিরমান, খুজিস্তান প্রভৃতি প্রদেশ তাঁদের অধীনস্থ হয়। বিষয়টি আব্বাসি খলিফার জন্য ছিল অসম্মানজনক। এজন্য খলিফা এ সময় ট্রান্স-অক্সিয়ানায় উদীয়মান সামানিদেরকে সেখানকার বৈধ শাসনকর্তার স্বীকৃতি প্রদান করেন। এছাড়া খলিফাগণ সাফফারিদের বিরুদ্ধে সামানিদেরকে নানাভাবে প্ররোচিত করেন এবং তাঁদেরকে (সাফফারিদেরকে) আক্রমণ করে পরাজিত করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এই সুযোগটি সামানি আমির ইসমাইল যথার্থভাবে কাজে লাগান। এরপর খোরাসান, জুরজান, তাবারিস্তান, রায় নগর প্রভৃতি অঞ্চলে সামানি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. দিয়ার বকর শহরটি বর্তমানে তুরস্কের একটি প্রধান প্রদেশ। এটি ইরাক-তুরস্ক সীমান্তে অবস্থিত। মধ্যযুগে এটি একটি সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে পরিচিত ছিল।

৮. বুয়াইয়ারা ছিলেন দাইলামি উপজাতির লোক। আবু সুজা বুয়াইয়া ছিলেন তাঁদের আদি নেতা। তাঁরা সর্বপ্রথমে বুখারায় সামানিদের অধীনে সৈন্যবাহিনীতে চাকরি করতেন। পরবর্তীকালে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারা পারস্যের রায় নগর, কিরমান, ফার্স, আহওয়াজ, খুজিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সিরাজ ছিল তাঁদের রাজধানী। এ সময় তুর্কিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আব্বাসি খলিফা মুসতাকফি বুয়াইয়া দলপতি আহম্মদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। আহম্মদ খলিফার এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে প্রবেশ করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা খলিফার সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। খলিফা তখন তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তবে ধর্মীয় বিষয়ে তাঁরা খলিফার সর্বময় কর্তৃত্ব সবসময় মেনে চলতেন। তাঁরা ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদে তাঁদের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আনসারী, মুসা (১৯৯৯)। *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী

রেজা-ই-করীম, মুহম্মদ (১৯৭২)। *আরব জাতির ইতিহাস*। ঢাকা : বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

হক, সিরাজুল ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (১৯৯৮)। *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খণ্ড (১ম ভাগ)*। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হক, সিরাজুল ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (২০০০)। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৬ খণ্ড। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

হোসেন, যাহিদ (১৯৯৩)। নিজাম উল-মুলক-এর *সিয়াসাত নামা* [অনূদিত]। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

Bosworth, C.E. (1967). *The Islamic Dynasties, A Chronological and Genealogical Survey*. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press

Browne, E.G. (1929). *A Literary History of Persia, Vol.-1*. London : Cambridge University Press

Daniel, Elton L. (2001). *The History of Iran*. (The Greenwood Histories of the Modern Nations), Westport, CT, USA : Greenwood Press

Frye, R.N. [ed.] (1975). *The Cambridge History of Iran, Vol.-4*. (The period from the Arab invasion to the Saljuqs), London : Cambridge University Press

Gafurov, B. (1968). "The Rise and Fall of Samanids", *Studies in Islam, Vol.-V*, (Quartely Journal of the Indian Institute of Islamic Studies), New Delhi : The Indian Institute of Islamic Studies

Hasan, Masudul (1995). *History of Islam (Classical Period 571-1258 C.E.), Vol.-1*. Delhi : Adam Publishers & Distributers

Hitti, P.K. (1970). *History of the Arabs*. (tenth edition), London : The Macmillian Press Ltd.

Houtsma, M. Th. and others [ed.] (1987). *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936, Vol.-8*. Leiden : E.J. Brill

Lane-Poole, S. (1977). [reprint], *The Mohammadan Dynasties Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions*. Delhi : Jayyed Press

Lane-Poole, S. and Poole, Reginald S. (2007). *The Coins Of The Mohammadan Dynasties In The British Museum.* USA : Kessinger Publishing LLC

Singh, Nagendra Kr. [editor in chief] (2002). *International Encyclopaedia of Islamic Dynasties, Vol.-2.* New Delhi : Anmol Publications Pvt. Ltd.

Siddiqi, Amir Hasan (1942). *Caliphate and Kingship in Medieval Persia.* Lahore : The Ripon Printing Press